মেলে খ্রীঃ ৮ম শতাব্দ হ'তে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্যান্য ভাষার চেয়ে এই ভাষাতে মূল ভাষার ধ্বনিসমূহের পরিবর্তন ঘটেছে অনেক বেশী। যতদূর মনে হয় এর কারণ পরিপার্শ্বের সেমিটিক এবং মঙ্গোলীয় প্রভাব। এই ভাষার সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য শব্দের আদিতে কণ্ঠনালীয় 'হ্' ধ্বনির সংরক্ষণ যা সম্ভবতঃ হিব্রীয় ভাষার প্রভাবের লক্ষণ। এক সময়ে যে সকল স্থানে হিব্রীয় ভাষা প্রচলিত ছিল সেই স্থানসমূহেই আর্মেনীয় ভাষা প্রসার লাভ ক'রেছিল।

৯। **আল্‌বানীয়ঃ** এইটি ই-ইউ ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে গৌণতম ভাষা। খ্রীঃ ১৭ শতকের পূর্বে এই ভাষার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। সেই নিদর্শনসমূহ কোন সমৃদ্ধ সাহিত্যের পরিচয়বাহী নয়। সামান্য কিছু শিলালিপি বা প্রত্নলেখ মাত্র আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হ'য়েছে। অধিকন্তু এই ভাষা অন্যান্য ভাষাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বিকৃত। রুমানীয়, শ্লাভীয়, তুর্কী প্রভৃতি বহু ভাষার প্রভাবে এর নিজস্ব স্বরূপ উদ্ধার করা অত্যন্ত দুরূহ। আড্রিয়াতিক সাগরের পূর্ব উপকূলের কিছু অধিবাসী এই ভাষা ব্যবহার করে। প্রথমে এই ভাষাটিকে বিশেষজ্ঞগণ ই-ইউ· ভাষার পৃথক শাখারূপে স্বীকার করেন নি। কিন্তু পরে এর নিজস্ব কতকগুলি ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের কারণে একটি পৃথক শাখারূপে এই ভাষা চিহ্নিত হ'য়েছে।

১০। **ইন্দো-ইরাণীয় বা আর্যঃ** শুধু 'শতম্' গুচ্ছে নয়, সমগ্র ই-ইউ ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যেই এই শাখার গুরুত্ব খুব বেশী। এশীয় ভূখণ্ডে এই গোষ্ঠীর আবিষ্কারের সংগে ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হ'য়েছিল, সেকথা আগেই আলোচিত হ'য়েছে।

Scanned with OKEN Scanner

মূল ই-ইউ-এর মত এই ভাষাও একটি অনুমিত ভাষা। পণ্ডিতসমাজ অনুমান করেন খ্রীঃ পূঃ ১৪০০/১৫০০-র পূর্বে এই ভাষা-ভাষীগোষ্ঠী পূর্বদিকে যাত্রা ক'রে মূল ভাষা পরিবার হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে। মূল ই-ইউ. ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের বাসস্থান কোথায় ছিল তার সঠিক নির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত এই শাখার বিচ্ছিন্ন হ'ওয়ার সময়ের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

যাই হোক সুধীজন এই বিভাগ বা আর্য-গোষ্ঠীর পূর্বমুখী অভিযানের সময় সম্পর্কে সঠিক কোন সিদ্ধান্ত আজও গ্রহণ করতে পারেন নি। শুধু বলেছেন মূল ভাষা হ'তে এই বিভাগ এবং উপ-বিভাগ খ্রীঃ পূঃ ১৪ শতকের পরে নয়। তার পর এই শাখাভুক্ত মানুষেরা পারস্যের ভূখণ্ডে, পামীর মালভূমির আশেপাশে ছড়িয়ে থাকে। ক্রমশঃ একটি দল হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম ক'রে ভারত ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে। এই অনুপ্রবেশের প্রকৃতি কেমন ছিল সেবিষয়েও পণ্ডিত সমাজে নানা মত প্রচলিত। তবে কোন কোন প্রতীচ্যের বিষেশজ্ঞও স্বীকার করেছেন ভারতে আর্যদের প্রবেশকে বহুস্থানে অভিযান[1] ব'লে উল্লেখ করলেও তা হয়ত' ঠিক অভিযান (বা জবরদখল)-এর মত ব্যাপার ছিল না। হয়ত এই অনুপ্রবেশ ছিল নেহাৎই সাংস্কৃতিক এবং আদপেই কোন যুদ্ধাত্মক অভিযান নয়।[2]

---

[1] T. Burrow. The Sanskrit Language. প্রথম বাক্য।

[2] Gowen. Hist. of Indian Lit. "The precise period at which the Aryan invasion in India took place cannot be determined....It may not have been an invasion at all, in the usually understood sense,...Some have supposed the invasion was rather cultural than military." পৃঃ ৪৩।

তার পরে আসে ধ্রুপদী সংস্কৃতের বিচিত্র, বর্ণাঢ্য, সমৃদ্ধ সাহিত্য। বৈদিক ভারতীয় আর্যে স্বরের গুরুত্ব ছিল খুব বেশী, পরে তা ক্রমশঃ লোপ পায়।

(২) মধ্য ভারতীয় আর্যের মধ্যে পড়ে পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ ইত্যাদি ভাষা। এই ভাষাতেও সাহিত্য রচিত হ'য়েছে। বহু শিলালিপি, রাজ-আইনসংক্রান্ত লেখ্য বিষয়সমূহে এই ভাষাগুচ্ছের নমুনা পাওয়া যায়। এই ভাষা ছিল জনসাধারণের মধ্যে অধিক প্রচলিত কথ্য ভাষা। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহ অধিকাংশই পালিভাষায় রচিত।

(৩) নব্য ভারতীয় আর্যের মধ্যে পড়ে ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাসমূহ। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা হ'তে একই ভাষা তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে ক্রমবিবর্তিত হ'য়ে সরলতম রূপ পেয়েছে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে।

সাধারণভাবেই আর্য বা ইন্দো-ইরাণীয় ভাষার দুটি শাখাতেই মূল ই-ইউ. স্বরধ্বনিগুলি অনেক পরিবর্তিত হ'য়েছে। কণ্ঠতালব্য র্ক (ḱ) শ-কার এবং স্-কারে পরিণত। এছাড়া ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ মোটামুটি অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হ'য়েছে। ভারতীয় আর্যভাষায় কণ্ঠৌষ্ঠ্যবর্ণসমূহ হ'তে নূতন সৃষ্ট তালব্য বর্ণগুচ্ছের সৃষ্টি হ'য়েছে (চ, ছ, জ, ঝ) [তুলনীয় কোলিত্‌স্-সূত্র] অপশ্রুতি, এবং মহাপ্রাণতা নষ্ট হওয়া দুই শাখাতেই দেখা যায়। [তুলনীয় ই ইউ. * √ ভেন্ধ্ > সং বন্ধ্—দেখ. গ্র্যাসমান্-সূত্র] প্রাচীনস্তরে লিঙ্গ-বচন ও পুরুষের সম্পর্কে আভিধানিক বিভাগ ছিল। শব্দরূপ ও ধাতুরূপ যথেষ্ট জটিল ছিল।

সংক্ষেপে এই হ'ল আর্য শাখার মোটামুটী পরিচয়। এই সম্পর্কে বিশদ বিশ্লেষণ ইন্দো-ইরাণীয়-র বৈশিষ্ট্য এবং বৈদিক ও সংস্কৃতের তুলনা-প্রসঙ্গে করা যাবে।

Ref. T. Burrow. The Sanskrit Language.
B. K. Ghosh. Linguistic Introduction to Sanskrit.
Taraporewalla. Elements of the Science of Language.
Thumb. Das Handbuch des Sanskrit.
সুকুমার সেন. ভাষার ইতিবৃত্ত
পরেশচন্দ্র মজুমদার. সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষার ক্রমবিকাশ

Scanned with OKEN Scanner